ব্রহ্ম

পাছে দোষ অর্সে মদ মৎস্য মাংস নারী
সভয়ে এড়িয়ে আমি এতদিন রয়ে গেছি সৎ।
কোনো পাপ করি নাই জীবনে জ্ঞানত
মেয়েদের মসৃণ গোড়ালি দেখে কুণ্ডলিনী কামভাব জাগে,
সুতরাং চোখ ফিরিয়ে, শূন্যময় নিরঞ্জন ধ্যানে
দৃষ্টির কপাট বন্ধ করেছি চঞ্চল কতদিন।
শোলার কদমফুলে উদ্দীপন ঘটে
আঙুর, পুঁতির গোছা -- চতুর্দিকে ভনভন মাছির বাজার---
বেশির ভাগ যুবক কবির লেখা পাণ্ডুমুখে এড়িয়ে চলেছি, শুধু ধর্মপ্রাণ বঙ্কিম
পড়েছি, শুধু গীতা, রামকৃষ্ণ।

আমিই ধর্ষণ করি আমিই ধর্ষিতা।
আমিই সিঁধেল চোর তেল মেখে চিকচিকে শরীরে
ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে যাই, এঁকেবেঁকে, বকুলের কাঞ্চনের আড়ালে জ্যোৎস্নায়;
আবার বমালসুদ্ধ একদিন গ্রেফতার হই।
আমিই পুলিশ, আমিই ছোরার ছন্দে হেসে এক কোপে নামাই শিকার;
আমি গাধা-গাধী উল্লাসে মৈথুন করি প্রকাশ্য রাস্তায়;
বেহেড মাতাল আমি সচিত্র পেখম প'রে নাচি-কুঁদি ময়ূরীর পাশে,
ঘুষ দিই, ঘুষ নিই, আয়কর ফাঁকি দিয়ে আমিই যক্ষীর
পায়ে রাখি;--- এই ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে সংসারে ফিরে যা।
একবার সাটিন ঊর তুই ভেঙে দেখ্ দিকি
আমার মতোই দিব্য মজা পাস কিনা।

ফুসমন্তর, আজ থেকে লম্পট হয়ে যা।

রমেন্দ্রকুমার